গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
নির্বাচিত রেডিমেড গার্মেন্টস, প্লাস্টিক ও কেমিকেল কারখানার কাঠামো, অগ্নি ও বিদ্যুৎ ঝুঁকি সংক্রান্ত প্রকল্প
শ্রম ভবন, ১৯৬, শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম সরণি, বিজয়নগর, ঢাকা-১০০০।
www.dife.gov.bd

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন নির্বাচিত রেডিমেড গার্মেন্টস, প্লাস্টিক ও কেমিক্যাল কারখানার কাঠামো, অগ্নি ও বিদ্যুৎ ঝুঁকি নিরুপন প্রকল্পের প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির (পিআইসি) ৩য় সভার কার্যবিবরণীঃ

সভাপতিঃ মোঃ নাসির উদ্দিন আহমেদ, মহাপরিদর্শক (অতিরিক্ত সচিব), কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর ।

সভার তারিখঃ ০২ আগস্ট, ২০২১।

সময়ঃ সকাল ১১ ঘটিকা।

স্থানঃ ভার্চুয়াল সভা।

উপস্থিতিঃ **পরিশিষ্ট-ক।**

সভার শুরুতে সভাপতি উপস্থিত সকল সদস্যকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন এবং সকলকে সক্রিয়ভাবে আলোচনার জন্য অনুরোধ জানান। অতঃপর তিনি আলোচ্যসূচী অনুযায়ী প্রকল্প পরিচালক ডাঃ সৈয়দ আবুল এহসানকে তথ্য উপস্থাপনের অনুরোধ জানান। নিম্নে আলোচনা ও সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত সিদ্ধান্ত নিম্নরূপঃ

ক্রঃনং	আলোচ্যসূচী	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি পর্যালোচনায় আগাম অর্থ ছাড় সংক্রান্ত।	প্রকল্প পরিচালক ডাঃ সৈয়দ আবুল এহসান প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি পর্যালোচনায় উল্লেখ করেন যে, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন **"নির্বাচিত রেডিমেড গার্মেন্টস, প্লাস্টিক ও কেমিক্যাল কারখানার কাঠামো, অগ্নি ও বিদ্যুৎ ঝুঁকি নিরুপন"** প্রকল্পের প্রারম্ভিক মেয়াদকাল ছিল জুলাই, ২০১৯ হতে জুন, ২০২১ ও প্রাক্কলিত ব্যয় ধরা হয়েছিল ৪৭১২.৫৭ লক্ষ (সাতচল্লিশ কোটি বার লক্ষ সাতান্ন হাজার) টাকা। প্রশাসনিক আদেশ জারি করা হয় ০৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২০। **covid-19** মহামারীর কারনে প্রকল্পটির স্বাভাবিক কার্যক্রম ব্যাহত হওয়ায় ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ জুন ২০২২ পর্যন্ত বৃদ্ধির প্রশাসনিক আদেশ জারি করা হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় মূল কার্যক্রম হিসেবে গাজীপুর জেলায় ৪১০টি আরএমজি কারখানা, ঢাকা, নারায়নগঞ্জ ও চট্টগ্রাম জেলায় ২৪৬টি আরএমজি কারখানা ও সমগ্র বাংলাদেশে ২৯৮টি প্লাস্টিক কারখানা এবং ১৪৭টি কেমিক্যাল কারখানাসহ মোট ১১০১টি কারখানার অ্যাসেসমেন্ট সম্পন্ন করা হবে। অত্র দপ্তরের জেলা কার্যালয়ের হালনাগাদ তথ্য অনুযায়ী কোভিড-১৯ মহামারি এর ভায়াবহ প্রভাব ও অন্যান্য আর্থিক কারণে গত পিআইসি সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গড়ে উঠা নতুন কারখানাগুলো বিবেচনায় নিলেও কম বেশি ৩০০ আরএমজি কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে অর্থাৎ মোট ১১০১ টি কারখানার মধ্যে কম বেশি ৮০০ টি কারখানার অ্যাসেসমেন্ট সম্পন্ন করা হবে। ইতোমধ্যে সমগ্র বাংলাদেশে ১৪৭টি কেমিক্যাল কারখানা, ২০৪ টি প্লাস্টিক কারখানা ও ৭০ টি আরএমজি কারখানা সহ মোট ৪২১ টি কারখানার অ্যাসেসমেন্ট সম্পন্ন হয়েছে অর্থাৎ ভৌত অগ্রগতি ৩৮.২%। অবশিষ্ট কারখানাসমুহ নভেম্বর ২০২১ এর মধ্যে অ্যাসেসমেন্ট সম্পন্ন হবে বলে আশা করা যায়। প্রকল্প পরিচালক আরও উল্লেখ করেন যে, জুন ২০২১ পর্যন্ত এডিপি বরাদ্দ ছিল ১৩ কোটি টাকা এবং এবং অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অবমুক্ত করা হয়েছ ১২.৬৯৮ কোটি টাকা, যার মধ্যে জুন ২০২১ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ১২.৬৬৮ কোটি টাকা। গত অর্থবছরে এডিপি বরাদ্দ অনুযায়ী আর্থিক অগ্রগতি ৯৯.৭% এবং ডিপিপি বরাদ্দ অনুযায়ী আর্থিক অগ্রগতি ২৬.৮৯%। চলতি অর্থবছরে এডিপি বরাদ্দ রাখা হয়েছে ১৬ কোটি ৩৮ লক্ষ টাকা, যার মধ্যে ১ম কিস্তির অর্থ ছাড় হয়েছে।	১। চলতি অর্থ বছরে এডিপিতে বরাদ্দকৃত অর্থের ২য় ও ৩য় কিস্তি একসাথে ছাড়ের জন্য বিধিমতে যৌক্তিকতা উল্লেখপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ২। এ সিদ্ধান্ত PSC এর সভায় অনুমোদনের পর তা বাস্তবায়ন করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক।

চলমান পাতা-০২

যেহেতু নভেম্বর ২০২১ এর মধ্যে সকল কারখানার অ্যাসেসমেন্ট সম্পন্ন হবে বলে আশা করা যায় সুতরাং ২য়, ৩য় এবং ৪র্থ কিস্তির অর্থ আগাম ছাড়ের প্রয়োজন। এ বিষয়ে সভার সিদ্ধান্ত প্রয়োজন।

IMED এর সম্মানিত পরিচালক মোঃ মাহবুবুর রহমান ডিসেম্বর এর মধ্যে অবশিষ্ট কারখানাসমূহ এর অ্যাসেসমেন্ট কিভাবে সম্পন্ন হবে তা প্রকল্প পরিচালকের নিকট জানতে চান।

প্রকল্প পরিচালক সভাকে অবহিত করেন যে, প্রতিটি পরামর্শক প্রতিষ্ঠান প্রতি মাসে ৪০-৫০টি কারখানা অ্যাসেসমেন্ট সম্পন্ন করতে পারে। ইতোমধ্যে উক্ত প্রকল্পের আওতায় কেমিক্যাল কারখানাসমূহের অ্যাসেসমেন্ট সম্পন্ন হয়েছে এবং অবশিষ্ট ৯৪টি প্লাস্টিক কারখানাসমূহের অ্যাসেসমেন্ট আগামী দুই মাসের মধ্যে সমাপ্ত হবে। এছাড়া গাজীপুর জেলার অর্ন্তগত অবশিষ্ট আরএমজি কারাখানার অ্যাসেসমেন্ট নভেম্বর ২০২১ এর মধ্যে শেষ করা সম্ভব হবে, যদি ভবিষ্যতে সরকার কোভিড-১৯ মহামারির কারণে বিধি-নিষেধ ঘোষনা না করে।
এছাড়া ঢাকা, নারায়নগঞ্জ ও চট্টগ্রাম জেলার পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নির্বাচন আগষ্ট ২০২১ মাসে শেষ হবে বলে আশা করা যায়। উক্ত পরামর্শক প্রতিষ্ঠান অবশিষ্ট কারখানা ডিসেম্বর ২০২১ এর মধ্যে অ্যাসেসমেন্ট সম্পন্ন করতে পারবে যদি সবকিছু স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় চলমান থাকে।

পরিকল্পনা কমিশনের শিল্প ও শক্তি বিভাগের সম্মানিত উপপ্রধান তাহেরা হক মতামত প্রদান করেন যে, ছাড়কৃত অর্থের ব্যয় সম্পন্ন করার পরে অবশিষ্ট অর্থ ছাড়ের বিষয়টি পরবর্তী সভায় আলোচনা করা যেতে পারে।

পরিকল্পনা কমিশনের কার্যক্রম বিভাগের সম্মানিত সদস্য উপপ্রধান মোস্তাফিজুর রহমান মতামত প্রদান করেন যে, যেহেতু পরিকল্পনা অনুযায়ী ডিসেম্বর, ২০২১ এর মধ্যে মূল কার্যক্রম শেষ হবে সুতরাং এখন থেকেই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া জরুরী।

অর্থ মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত উপসচিব মোঃ আনিসুর রহমান মতামত প্রদান করেন যে, বিদ্যমান পরিস্থিতিতে ৪র্থ কিস্তির অর্থ আগাম ছাড়ে যথেষ্ট কারণ থাকতে হবে।

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উপসচিব ফরহাদ হোসেন মতামত প্রদান করেন যে, যেহেতু প্রকল্প বাস্তবায়নে সময় আছে সুতরাং প্রকল্পের স্বাভাবিক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার নিমিত্ত ২য় ও ৩য় কিস্তির অর্থ আগাম ছাড় করা যেতে পারে।

সভাপতি মহোদয় শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উপসচিব ফরহাদ হোসেন এর প্রস্তাবের সাথে সভাকে বিবেচনা করতে বললে উপস্থিত সকল সদস্য এ বিষয়ে একমত পোষন করেন।

চলমান পাতা-০৩

২।	Private Initiative কর্তৃক আরএমজি কারখানার অ্যাসেসমেন্ট সংক্রান্ত।	প্রকল্প পরিচালক উল্লেখ করেন যে, উক্ত প্রকল্পের আওতায় গাজীপুর, ঢাকা, নারায়নগঞ্জ ও চট্টগ্রাম জেলায় মোট ৬৫৬ টি আরএমজি কারখানার অ্যাসেসমেন্ট সম্পন্ন হওয়ার কথা। উক্ত কারখানার মধ্যে প্রায় ১৩০টি কারখানা Private Initiative (Accord, Alliance, RSC etc.) এর মধ্যেমে সম্পন্ন হয়েছে বলে কারখানার মালিকগণ মৌখিকভাবে অত্র দপ্তরের জেলা কার্যালয়সমূহকে জানিয়েছে। গত পিআইসি ও পিএসসি সভায় ডিপিপি অনুযায়ী উক্ত কারখানাসমূহ অ্যাসেসমেন্ট করতে হবে বলে সিদ্ধান্ত হয়েছিল। কিন্তু অনেক কারখানা কর্তৃপক্ষ পুনরায় অ্যাসেসমেন্ট এর প্রয়োজন নাই মর্মে কারখানায় প্রবেশে সুযোগ দিচ্ছে না। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা প্রয়োজন। গাজীপুর জেলার সহকারী মহাপরিদর্শক (সেফটি) শিউলি আকতার মতামত প্রদান করেন যে, অনেক কারখানা Private Initiative এর আওতায় অ্যাসেসমেন্ট করিয়েছে ও তাদের ওয়েবসাইটে তা পাওয়া যাবে। গাজীপুর জেলার উপমহাপরিদর্শক জনাব আহমেদ বেলাল মতামত প্রদান করেন যে, অনেক কারখানার সংস্কারকার কাজের অগ্রগতি ৭০% এর বেশি। সুতরাং ঐ সমস্ত কারখানা অ্যাসেসমেন্ট করতে অনিচ্ছুক। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উপসচিব ফরহাদ হোসেন বলেন যে, বেসরকারী সংস্থার ওয়েবসাইট চেক করে প্রকল্প বাস্তবায়ন করা অনেকাংশেই কঠিন। প্রকল্প বাস্তবায়ন ডিপিপি অনুযায়ী হওয়া উচিত। অর্থ মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত উপসচিব মোঃ আনিসুর রহমান মতামত প্রদান করেন যে, যে সমস্ত কারখানা অ্যাসেসমেন্ট হতে বাদ যাবে তাঁর বিলও প্রদান করা যাবে না অর্থাৎ চুক্তিমূল্য আর্থিকভাবে হ্রাস পাবে। পরিকল্পনা কমিশনের কার্যক্রম বিভাগের সম্মানিত সদস্য উপপ্রধান মোস্তাফিজুর রহমান মতামত প্রদান করেন যে, ভৌত অগ্রগতি কম হলেও ইহা বাস্তবতা এবং নির্ধাতির ফর্মে কেন ভৌত অগ্রগতি কম হয়েছে তার ব্যাখ্যা থাকবে। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব আব্দুল কাদের বলেন যে, কারখানা খোলা/বন্ধ একটি চলমান প্রক্রিয়া। একটি প্রকল্প সংশোধন হয়ে বাস্তবায়নে যেতে অনেক কারখানা বন্ধ হয়ে যেতে পারে। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, ইতোমধ্যে ৩০০ এর বেশি কারখানা বন্ধ থাকায় ভৌত অগ্রগতি কম হবে। পরিকল্পনা কমিশনের শিল্প ও শক্তি বিভাগের সম্মানিত উপপ্রধান তাহেরা হক মতামত প্রদান করেন যে, ডিপিপিতে নির্দেশনা থাকলে কারখানা পরিবর্তনযোগ্য অন্যথায় ডিপিপি সংশোধন করতে হবে। প্রকল্প পরিচালক জানান যে, ডিপিপি অনুযায়ী ৩০০ এর বেশি কারখানা অ্যাসেসমেন্ট সম্ভব নয়। কারন জেলা অফিসের তথ্যমতে নতুন আনঅ্যাসেসড আরএমজি কারখানা বিবেচনায় নেওয়ার পরেও ৩০০ এর বেশি কারখানা অ্যাসেসমেন্ট সম্ভব নয়। IMED এর সম্মানিত সদস্য মাহবুবুর রহমান মতামত প্রদান করেন যে, যে সমস্ত কারখানার অ্যাসেসমেন্ট প্রয়োজন নেই সংশ্লিষ্ট জেলা অফিস সে মর্মে NOC প্রদান করবেন। IMED এর প্রতিনিধির প্রস্তাবের সাথে সকল সদস্য একমত পোষন করেন।	১। সংশ্লিষ্ট উপমহাপরিদর্শকগণ ৩০ দিনের মধ্যে Private Initiative এর আওতাভূক্ত প্রতিটি (১৩০টি) কারখানার মালিকদের নিকট হতে অ্যাসেসমেন্ট প্রয়োজন নেই মর্মে লিখিতভাবে NOC আনয়নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ২। এ সিদ্ধান্ত PSC এর সভায় অনুমোদনের পর তা বাস্তবায়ন করতে হবে।	১।প্রকল্প পরিচালক। ২। উপমহাপরিদর্শক, গাজীপুর/ ঢাকা/চট্রগ্রাম/ নারায়ণগঞ্জ

চলমান পাতা-০৪

৩।	বইপত্র ক্রয়, মুদ্রণ এবং অডিও ভিডিও সংক্রান্ত।	প্রকল্প পরিচালক উল্লেখ করেন যে, উক্ত প্রকল্পের আওতায় ২০ লক্ষ টাকার বইপত্র ক্রয়, ২০ লক্ষ টাকার মুদ্রণ এবং ৩০ লক্ষ টাকার অডিও ভিডিও ক্রয় করার কথা। তিনি উল্লেখ করেন যে, নিরাপত্তা ও আইন সংক্রান্ত সর্বোচ্চ ০৫ লক্ষ টাকার বইপত্র প্রয়োজন হতে পারে। এছাড়া কারখানাসমূহ এর অ্যাসেসমেন্ট রিপোর্ট পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মুদ্রণ করা হচ্ছে বলে এই কোডের আওতায় অর্থ ব্যায়ের প্রয়োজন নেই। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, কারখানাসমূহ এর অ্যাসেসমেন্ট ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত সর্বোচ্চ ০৫ লক্ষ টাকার ০২/০৩ টি অডিও ভিডিও ক্রয় করা যেতে পারে অথবা উপরোক্ত ক্রয় প্রকল্পের কার্যক্রম থেকে বাদ দেয়া যেতে পারে। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা প্রয়োজন। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সিনিয়ন সহকারী সচিব আব্দুল কাদের মতামত প্রদান করেন যে, প্রয়োজনের বাইরে অব্যায়িত অর্থ ফেরৎ যাবে। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উপসচিব ফরহাদ হোসেন বলেন যে, দপ্তরের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কিছু ভিডিও তৈরী করা যেতে পারে। পরিকল্পনা কমিশনের কার্যক্রম বিভাগের উপপ্রধান জনাব মোস্তাফিজুর রহমান মতামত প্রদান করেন যে, কোন ক্রয় ডিপিপিতে উল্লেখ থাকলেও প্রয়োজন না থাকলে তা করার প্রয়োজন নেই। অর্থ মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত উপসচিব মোঃ আনিসুর রহমান মতামত প্রদান করেন যে, সরকারের বর্তমান নীতি অনুযায়ী কৃচ্ছতার কথা বলা আছে। সুতরাং প্রয়োজনের বাইরে ক্রয় সমীচীন নয়। IMED এর সম্মানিত সদস্য মাহবুবুর রহমান মতামত প্রদান করেন যে, মূল কার্যক্রম যেহেতু কমে যাচ্ছে সুতরাং বইপত্র ও ভিডিও ক্রয় কমে যেতে পারে তবে তা যেন যুক্তিসংগত হয়। পরিকল্পনা কমিশনের শিল্প ও শক্তি বিভাগের সম্মানিত উপপ্রধান তাহেরা হক IMED এর প্রতিনিধির মতামতের সাথে একমত পোষন করেন।	১। বিধিমতে বইপত্র ০৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা; অডিও/ভিডিও ০৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা ব্যয় করা যেতে পারে এবং মুদ্রণে কোন ক্রয়/ব্যয় এর প্রয়োজন নেই। ২। এ সিদ্ধান্ত PSC এর সভায় অনুমোদনের পর তা বাস্তবায়ন করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক

২। সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি মহোদয় সভার সমাপ্তি ঘোষনা করেন।

২২-০৪-২০২১

(মোঃ নাসির উদ্দিন আহমেদ)
মহাপরিদর্শক (অতিরিক্ত সচিব)
ও
সভাপতি, প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি
নির্বাচিত রেডিমেড গার্মেন্টস, প্লাস্টিক ও কেমিক্যাল কারখানার কাঠামো, অগ্নি ও বিদ্যুৎ ঝুঁকি নিরুপন প্রকল্প।

চলমান পাতা-০৫

স্মারক নম্বর- ৪০.০১.০০০০.০০০.৩৭.০০২.২০- ১৪৫

তারিখঃ ২৭ শ্রাবণ, ১৪২৮
১২ আগষ্ট, ২০২১

বিতরণ: জ্ঞাতার্থে/কার্যার্থে: (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। জনাব মুহম্মদ আনিসুর রহমান, উপ-সচিব, অর্থ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

২। জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, উপসচিব, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা ।

৩। জনাব তাহেরা হক, শিল্প ও শক্তি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা।

৪। শরীফ মোঃ ফরহাদ হোসেন, উপসচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

৫। জনাবা মোছাঃ মাজেদা ইয়াসমিন, এনএসি-একনেক ও সমন্বয় উইং, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা।

৬। জনাব মাহবুবুর রহমান, পরিচালক, আএমইডি, পরিকল্পনার মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

৭। জনাব মোঃ আব্দুল কাদের, সিনিয়র সহকারী সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

৮। জনাব আব্দুল মুমিন, সহকারি প্রকল্প পরিচালক, নির্বাচিত রেডিমেড গার্মেন্টস, প্লাস্টিক ও কেমিক্যাল কারখানার কাঠামো, অগ্নি ও বিদ্যুৎ ঝুঁকি নিরুপন প্রকল্প।

৯। অতিরিক্ত সচিব, উন্নয়ন অনুবিভাগ, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

১০। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

১১। স্টাফ অফিসার টু মহাপরিদর্শক, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর।

১১/০৮/২০২১

(ডাঃ সৈয়দ আবুল এহসান)
প্রকল্প পরিচালক
নির্বাচিত রেডিমেড গার্মেন্টস, প্লাস্টিক ও কেমিক্যাল কারখানার কাঠামো, অগ্নি ও বিদ্যুৎ ঝুঁকি নিরুপন প্রকল্প।